ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাতের ক্রমপঞ্জি

● শানজিদ অর্ণব

১৮৮২ : এক বছর আগে রাশিয়া ও রোমানিয়ায় ইহুদিদের ওপর ব্যাপকহারে নির্যাতনের প্রেক্ষিতে এ বছর অনেক ইহুদি ফিলিস্তিনে অভিবাসী হিসেবে প্রবেশ করেন।

১৮৯১ : জেরুজালেমের বিশিষ্ট আরবরা কনস্টান্টিনোপলে অটোম্যান সরকারের কাছে আবেদন করেন যাতে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অভিবাসন এবং জমি কেনা বন্ধ করা হয়।

১৮৯৬ : অস্ট্রিয়ার সাংবাদিক এবং আধুনিক জায়নবাদের প্রতিষ্ঠাতা থিওডোর হার্জেল 'দ্য জিউশ স্টেট' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ পুস্তিকায় হার্জেল যুক্তি দিয়ে মত দেন যে, ইহুদি সমস্যার সমাধান হতে পারে ফিলিস্তিন বা অন্য কোথাও ইহুদিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কারণ পৃথক ইহুদি রাষ্ট্র হলে তাদের নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না এবং তারা আতঙ্কমুক্তভাবে বাঁচতে পারবেন। এর পরের বছর হার্জেল সুইজারল্যান্ডের বাসেলে প্রথম জায়ন সম্মেলন আয়োজন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অভিবাসনকে সহায়তা করা।

১৯০৮ : ফিলিস্তিনে প্রথম আরবি সংবাদপত্রের আবির্ভাব। এগুলো হলো, জেরুজালেমে আল-কুদস এবং জাফায় আল-আসমা'য়ি।

১৯১৬ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন। এ সাম্রাজ্যের অঞ্চল বণ্টন করতে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যে সাইকস-পিকে চুক্তি হয়। এ চুক্তির শর্ত হিসেবে ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ পায় ব্রিটেন এবং বর্তমান লেবানন ও সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ পায় ফ্রান্স।

১৯১৭ : ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জে. বালফোর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি 'জাতীয় আবাসভূমি' প্রতিষ্ঠার ধারণাকে তুলে ধরেন যা পরবর্তী সময়ে 'বালফোর ডিক্লারেশন' নামে পরিচিতি পায়।

১৯২০ : মাউন্ট লেবানন, বৈরুত, ত্রিপোলি, সাইডন, আক্কার, টায়ার ও বেক্কা উপত্যকাকে যুক্ত করে বৃহত্তর লেবানন প্রতিষ্ঠার ডিক্রি জারি করে ফ্রান্স।

১৯৩৬-৩৯ : আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে উজ্জীবিত হয়ে ফিলিস্তিনের আরবরা সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বন্ধ করতে বিদ্রোহ করে। ইহুদিদের বসতি এবং ব্রিটিশ সেনা ইউনিটে আক্রমণ করে বিদ্রোহীরা।

১৯৪৩ : লেবাননের খ্রিস্টান এবং মুসলমান নেতারা একটি 'ন্যাশনাল প্যাক্ট'-এ সম্মতি দেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি করা এবং লেবাননে পশ্চিমা ও আরব শক্তির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা। সেইসঙ্গে লেবাননকে ফরাসি শাসন থেকে স্বাধীন করা।

১৯৪৭ : ফিলিস্তিনকে ভাগ করার জন্য জাতিসংঘ ভোটাভুটি করে, যার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে দুটি দেশ তৈরি করা : একটি ইহুদিদের জন্য, অন্যটি ফিলিস্তিন আরবদের জন্য। আর জেরুজালেমকে রাখা হয় আন্তর্জাতিক ছিটমহল হিসেবে।

১৯৪৮ : ফিলিস্তিন থেকে ব্রিটিশদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। জাতিসংঘের ফিলিস্তিন ভাগের পরিকল্পনার সঙ্গে তাল না মিলিয়ে ফিলিস্তিন সংলগ্ন আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে মিলে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। তারপরও ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা পায়। জর্ডান দখলে রাখে পশ্চিম তীর এবং মিসরের দখলে থাকে গাজা।

১৯৫৬ : ব্রিটিশ এবং ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে মিলে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী গামাল আবদেল নাসেরের মিসর আক্রমণ করে সিনাই উপদ্বীপের বেশিরভাগ অংশ দখল করে নেয়। পরে যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপে সিনাই এলাকার দখল ত্যাগ করে ইসরায়েল।

১৯৫৮ : প্রথম লেবানিজ যুদ্ধ শুরু। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৫ হাজার মার্কিন সেনা বৈরুতে পাঠানো হয়।

১৯৬৪ : নাসেরের নেতৃত্বে আরব দেশগুলোর নেতারা কায়রোতে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৬৭ : মিসর, সিরিয়া এবং জর্ডান ইহুদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে–এমন একটা পরিস্থিতিতে ইসরায়েল নিজেই এ তিন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ছয় দিনের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইসরায়েল সিনাই উপদ্বীপ, গোলান মালভূমি, গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম

অস্ট্রিয়ার সাংবাদিক এবং আধুনিক জায়নবাদের প্রতিষ্ঠাতা থিওডোর হার্জেল

১৯৬৯ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসেরের সঙ্গে ইয়াসির আরাফাতের প্রথম সাক্ষাৎ। এ সাক্ষাতের আট মাস পর পিএলও'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আরাফাত

তীর দখল করে নেয়।

১৯৬৯ : আল-ফাতাহ গেরিলা দলের নেতা ইয়াসির আরাফাত পিএলওর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৭০ : বাদশা হুসেনের সেনারা জর্ডানের নিয়ন্ত্রণ নিতে আরাফাতের পিএলও গেরিলাদের পরাজিত করে।

১৯৭৩ : মিসর এবং সিরিয়া আচমকা আক্রমণ করে ইসরায়েলের কাছ থেকে সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমির দখল ফেরত নেয়।

১৯৭৪ : মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত সামিট কনফারেন্সে পিএলও-কে ফিলিস্তিনিদের 'একমাত্র এবং বৈধ প্রতিনিধি' হিসেবে প্রত্যয়ন করা হয়।

১৯৭৫ : লেবাননে আবারো গৃহযুদ্ধ শুরু।

১৯৭৭ : মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত জেরুজালেম যান। ইসরায়েলের পার্লামেন্টকে তিনি প্রস্তাব দেন সিনাই থেকে ইসরায়েলের পূর্ণ প্রত্যাহার হলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

১৯৭৯ : ইসরায়েল এবং মিসরের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৮২ ফেব্রুয়ারি : হামা শহর থেকে শুরু হওয়া একটি মুসলিম বিদ্রোহ দমন করতে সিরিয়ার সরকার তার নিজের দেশের হাজারখানেক নাগরিককে হত্যা করে।

১৯৮২ জুন-সেপ্টেম্বর : ইসরায়েল লেবানন আক্রমণ করে পিএলও-কে সেখান থেকে উৎখাত করতে। এ সময় লেবাননের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত খ্রিস্টানদের সংগঠন ফ্যালাঞ্জিস্ট মিলিশিয়া নেতা বশির গেমায়ালকে হত্যা করা হয়। অভিযোগ ওঠে ফিলিস্তিনিরা এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত, যে অভিযোগটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। এ অভিযোগের ভিত্তিতে লেবাননে ফিলিস্তিনিদের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ফ্যালাঞ্জিস্ট মিলিশিয়ারা হামলা চালিয়ে ইতিহাসের কুখ্যাত 'সাবরা-শাতিলা গণহত্যা' ঘটায়। মিলিশিয়ারা যখন হত্যাযজ্ঞ

১৯৬৭ সালে জেরুজালেম দখলের পর ইহুদিদের পবিত্র পশ্চিম দেয়ালের সামনে দাঁড়ানো ইসরায়েলি তিন ছত্রীসেনা

চালায় তখন ক্যাম্পগুলো ঘিরে রেখে ফ্যালাঞ্জিস্টদের সহায়তা করেছিল ইসরায়েলি সেনারা।

১৯৮৩ : বৈরুতে মার্কিন দূতাবাস এবং মার্কিন নৌসেনাদের সদর দপ্তরে আত্মঘাতী গাড়িবোমা হামলা হয়।

১৯৮৪ সেপ্টেম্বর : ইসরায়েলের লেবার ও লিকুদ পার্টি জাতীয় ঐক্য সরকার গঠন করে।

১৯৮৫ : লেবাননের বেশিরভাগ এলাকা থেকে ইসরায়েল তার সেনা প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৮৭ ডিসেম্বর : ফিলিস্তিনিদের বিদ্রোহ 'ইনতিফাদা' শুরু হয় পশ্চিম তীর এবং গাজায়।

১৯৮৮ ডিসেম্বর : ইয়াসির আরাফাত ইসরায়েলের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেন।

১৯৯৩ : প্রথম ইনতিফাদার সংঘাত শেষ হয় এ বছর ইসরায়েল ও পিএলওর মধ্যে স্বাক্ষরিত অসলো চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের প্রশাসন তৈরি হয়। গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করার শর্ত থাকে এ চুক্তিতে। নিজের ভূখণ্ডে তার নাগরিকদের রক্ষা করার অধিকারও দেয়া হয় ইসরায়েলকে। ইসরায়েল এবং পিএলও পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়ে পত্রবিনিময় করে আর এটাই ছিল পিএলওর পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিনিদের প্রথম ইনতিফাদা

১৯৯৪ : ইসরায়েল এবং জর্ডানের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর। দ্বিতীয় আরব দেশ হিসেবে জর্ডান ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়।

২০০০ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের উদ্যোগে ক্যাম্প ডেভিড সামিট। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাককে ক্যাম্প ডেভিডে আনেন ক্লিনটন। বলা হয়ে থাকে, পশ্চিম তীরের বেশিরভাগ এলাকা থেকে সেনা সরিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ছাড় দিতে রাজি হয়েছিলেন বারাক। কিন্তু তাদের প্রস্তাব যথেষ্ট মনে হয়নি আরাফাতের। তিনি কোনো সমঝোতায় যেতে রাজি হননি। এ বছরই ইসরায়েলি জেনারেল এরিয়েল শ্যারন জেরুজালেমে ইহুদিদের পবিত্র টেম্পল মাউন্ট পরিদর্শনে যান। এর পাশেই মুসলমানদের পবিত্র আল-আকসা মসজিদ। শ্যারনের সফরের পরিপ্রেক্ষিতে দাঙ্গা শুরু হয়। এখান থেকে শুরু হয় ফিলিস্তিনিদের দ্বিতীয় ইনতিফাদা বা আল-আকসা ইনতিফাদা।

২০০২ : পশ্চিম তীর থেকে ইসরায়েলকে নির্দিষ্ট করতে দেয়াল নির্মাণ শুরু করে ইসরায়েল। এ বছর আরব লিগের বৈরুত সামিটে একটি শান্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যেখানে ইসরায়েলকে ১৯৬৭ সালের পর দখলকৃত এলাকা ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

২০০৩ : রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘ কর্তৃক শান্তির রোডম্যাপ উপস্থাপন।

২০০৬ : নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে হামাস। অন্যদিকে ইসরায়েলবিরোধী লেবানিজ সংগঠন হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ।

২০০৮-২০০৯ : হামাসকে ধ্বংস করতে ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলা।

২০১০ : হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণ নিলে ইসরায়েল এবং মিসর কর্তৃক গাজায় অবরোধ আরোপ।

২০১২ : হামাসকে শায়েস্তা করতে গাজায় ইসরায়েলের 'অপারেশন ডিফেন্স অব পিলার'। আট দিনের এ অভিযানে হামাসের সামরিক নেতা আহমেদ জাবারিসহ অনেক বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হন।

২০১৪ : তিন ইসরায়েলি কিশোরকে অপহরণ এবং হত্যার অভিযোগে গাজায় 'অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ' নামে অভিযান শুরু করে, যা এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও চলমান। ইসরায়েলের এ অভিযানে এ পর্যন্ত দেড় হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের সিংহভাগই বেসামরিক নারী ও শিশু। ■